R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

দাদাঠাকুরের
সেরা বিদূষক
(১ম ও ২য় খণ্ড)
মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা।
১২৫ টাকা পাঠালে দু'খণ্ড রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠানো হবে।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ
পিন-৭৪২২২৫

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৪শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ভোটারদের মুখোমুখি লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরের তিন প্রার্থী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'মানুষ এবার একটা পরিবর্তন চাইছে'—সেখ ফুরকান

☐ প্রঃ নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়ে নতুন দল হিসাবে জনগণের কাছ থেকে কি ধরনের সাড়া পাচ্ছেন ? উঃ অনেক বড় কেন্দ্র। সব জায়গায় এখনও পৌঁছে উঠতে পারিনি। তবে যেখানে যাচ্ছি এটা বুঝতে পারছি যে মানুষ একটা পরিবর্তন চাইছে। মমতাদির প্রতি মানুষের একটা বিশেষ ভালোবাসা আছে। আর দীর্ঘ দিন ধরে সিপিএমের অত্যাচারের শিকার সাধারণ মানুষ তাকে ধরেই নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে। ষ্ট্যাম্প প্যাড প্রদেশ কংগ্রেসের উপর বামবিরোধী মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। ☐ প্রঃ বিজেপির সঙ্গে আপনাদের নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। প্রচারে ওদের সঙ্গ পাচ্ছেন কি ? উঃ একশো ভাগ পাচ্ছি। ওরা সর্বশক্তি দিয়ে আমার হয়ে কাজ করছেন। কর্মীসভা করছেন। আমাকেও ওদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে থাকতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। সিপিএম বিরোধী রাজনীতিতে রাজ্যে ওদের সহযোগিতা আমাদের বিশেষ সাহায্য করছে। তাই বিজেপির ভোট পাওয়া আশা করছি। ☐ প্রঃ প্রচার কাজে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ? উঃ প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যাই আমাদের মূল সমস্যা। কুপন ছাপিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়েছে এ পর্যন্ত। নতুন দল বলে তুলনামূলকভাবে কর্মীও কম আছে। তবে যে কোন বিপদে সর্বশ্রেণীর মানুষের পাশে দিদির দাঁড়ানো এবং সোচ্চার প্রতিবাদই আমাদের দলের একমাত্র ভরসা।

'নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা সিপিএমেরই'—চিত্ত মুখার্জী

☐ প্রঃ ১৯৯১ এ জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রায় ৯৭০০০ ভোট পেয়েছিল। ১৯৯৬ তে সে ভোট কমে ৬৫০০০ হয়। এবারের নির্বাচনে এ কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী নেই। আপনারা তৃণমূলকে ভোট দিতে বলছেন। তৃণমূল কি ৬৫০০০ ভোট পাবে ? উঃ এর থেকে বেশী ভোট পাবে। যারা আমাদের দলকে ভালোবাসে আমরা তাদেরকে তৃণমূলকে ভোট দিতে বলছি। তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের আসন সমঝোতা হয়েছে। ১৩টি কেন্দ্রেই ওরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এখানে আমাদের কর্মীরাও তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। আমরা আশা করছি যে জঙ্গীপুরে এবার তৃণমূল বনাম সিপিএমের লড়াই হবে। কারণ কংগ্রেসের ভোটে ভাঙন ধরছে। নবগ্রাম এবং সাগরদীঘিতে কংগ্রেসের গোষ্ঠী-কোন্দল তৃণমূলের পক্ষে যাবে বলে মনে হচ্ছে। ☐ প্রঃ আপনারা তৃণমূলের হয়ে প্রচার করছেন : ভোটারদের ভোট দিতে বলছেন। এদিকে মমতা তার জনসভায় বিজেপি সম্পর্কে নীরব ছিলেন। তিনি তার দলের ইস্তাহারে বিজেপির বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাকে নিন্দা করেছেন। এ পরিস্থিতিতে কি আপনাদের আসন সমঝোতা, কিছু স্বার্থের খাতিরে সমঝোতা হয়ে যাচ্ছে না ? উঃ প্রথমেই বলি আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা হয়নি। হয়েছে আসন রফা। দলের হাইকমাণ্ড আমাদের তৃণমূলের হয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও আমাদের আদর্শগত মিল নেই তবুও আমাদের শত্রু কংগ্রেস ও সিপিএম। এই কারণেই আমরা ওদের সমর্থন করছি। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অবশেষে নির্বাচনী প্রচারে সব দলই মরিয়া হয়ে নামল

রঘুনাথগঞ্জ : শেষ মুহূর্তে জঙ্গিপুরে সব রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারে গতি আনতে সমর্থ হয়েছে। লোকসভা কেন্দ্রের সব দল শহর ও গ্রামে মিছিল, ছোটোখাটো সভায় রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মরিয়া হয়ে ভোটের বাজারে নেমে পড়েছে। সিপিএম প্রার্থী হাসনাৎ খান তার প্রতিপক্ষর তুরুপের তাস জ্যোতিবাবুকে বহুবার বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপকারী বরকত গনিখান চৌধুরীর মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে খাড়া করে জবরদস্ত লড়াইয়ে নেমেছেন। অপরদিকে কংগ্রেস প্রার্থী তার সমর্থনে সর্বভারতীয় নেতা প্রণব মুখার্জী, তার প্রধান ভরসা দাদা গণিখান চৌধুরী এবং বিধায়ক অধীররঞ্জন চৌধুরীকে সভা এবং সমাবেশে হাজির করেছেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী উমরপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় অধীররঞ্জন চৌধুরী সিপিএম নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাজকর্মের সমালোচনা করে বলেন, এবার নবগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী আরও বেশী ভোটে জিতবে। ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ফুলতলায় এক জনসভায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং বিজেপির সমালোচনা করে কংগ্রেসকে ভোট দেবার আবেদন জানান। তিনি মন্তব্য করেন, সিপিএমের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামানো আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেওয়ার সামিল। তিনি বামপন্থীদের আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়েই চিন্তাভাবনা করতে উপদেশ দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন রেলমন্ত্রী এ, বি, এ, গণিখান চৌধুরী তার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ যুক্তিহীন দম্ভ ॥

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ইস্তাহার হইতে ভোটাররা জানিতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ দলগুলি দেশের ও জনগণের কল্যাণার্থে কী কী চিন্তাভাবনা করিতেছেন এবং শাসন ক্ষমতা হাতে পাইলে তাঁহারা কী কতটুকু করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এই সব নির্বাচনী ইস্তাহার দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনও রাষ্ট্রের মাথা গলাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু ভারতের দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনের ব্যাপারে বিজেপি প্রকাশিত নির্বাচনী ইস্তাহারের দুইটি বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিজেপি-র ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্ষমতায় আসিলে এই দল প্রতিরক্ষার স্বার্থে পারমাণবিক নীতি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবেন। তাহা ছাড়া অগ্নি সিরিজের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশ ঘটান হইতে পারে।

এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত রিচার্ড এফ সেলেস্টে তাঁহার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া নাকি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা (মার্কিনরা) ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, বিজেপি শাসন ক্ষমতা হাতে পাইলে ভারতের প্রতিরক্ষার বুনিয়াদকে যদি শক্ত-পোক্ত করিবার প্রয়াসী হয়, তবে আমেরিকা তাহা সহ্য করিবে না; ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হউক, ইহা আমেরিকার কাম্য নহে। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এখন পূর্বাবস্থায় নাই। আমেরিকা নিজেকে এখন পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিধর দেশে পরিণত বলিয়া মনে করে। তাই সে কোনও দেশের রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের বিষয় লইয়া সেই দেশের সরকারের প্রতি হুমকি দেওয়ার মত মানসিকতা লাভ করিয়াছে। ইহাতে ভারত মার্কিন কূটনৈতিক সম্পর্ক যে বিপন্ন হইতে পারে, মার্কিন সরকার ক্ষমতার দম্ভে তাহা বুঝিতে চাহে না।

বস্তুতঃ আমেরিকার জনবল ও অর্থবল প্রবল; কিন্তু তাহার রণকুশলতা তেমন শক্ত নহে। ইউরোপীয় কিছু দেশ ও ইংলণ্ডকে নানা উপায়ে সে নিজের বশে আনিয়াছে। ইহাদের রণনৈপুণ্য আমেরিকার একান্ত দরকার এবং তাহা আমেরিকা পাইতে পারে। আর সেই কারণেই এ হেন হুমকি সে ভারতকে দিতে পারিয়াছে।

স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের জনগণ তাঁহাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বলিয়া নির্বাচনে বিজেপি দলকে যেন তাঁহারা সমর্থন না করেন, ইহাই আমেরিকা চাহিতেছে। ফলে ভারতের বিজেপি বিরোধী দলের সঙ্গে আমেরিকাও যেন এই দলের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে নামিয়াছে বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক।

যে সব কথা দিল্লীস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিজেপি-র ইস্তাহারের ক্ষেত্রে বলিয়াছেন, তাহা ভারত সরকারের প্রতিও যেন সতর্কীকরণ। আর এই কারণে ভারত সরকার, যাহা এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এই বিষয়ে সচেতন হইয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কথার তথা আমেরিকার পোষিত মনোভাব সম্পর্কে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করুক—ইহাই কাম্য।

প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক

দলীয় কর্মীরাই শুধু নয়, সাধারণ মানুষেরাও ভেবেছিল—তিনি আসবেন, দেখবেন, জয় করবেন। প্রসঙ্গটি গত ৪ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্কে মমতা ব্যানার্জীর নির্বাচনী জনসভা নিয়ে। কারণ আজকে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন ইস্যুতে যারা মাঠে ময়দানে লোক জড়ো করার যাদু দেখাতে পারেন মমতা ব্যানার্জী তাদের অন্যতম। এই মুহূর্তে একটি বিতর্কিত জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জী। তিনি এলেন ম্যাকেঞ্জিপার্কে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রে তার প্রতিষ্ঠিত দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সেখ ফুরকানের সমর্থনের জনসভায়। তিনি এলেন, বললেন কিন্তু জয় করতে পারলেন না তার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ভাষণে। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম ইতিহাস দিয়ে শুরু করে কখনও রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কবিতা, কখনও হালকা চুটকি কিংবা জ্যোতি বসুকে কলির কুম্ভকর্ণ বলে সম্ভাষণ, এসবই ছিল বক্তৃতার অঙ্গ। তবে রাজনৈতিক মঞ্চে, রাজনৈতিক যুদ্ধে রাজনীতির লড়াই কিংবা তত্ত্বগত বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি ছিল অরাজনৈতিক বক্তব্য ও ব্যক্তি আক্রমণ। তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণ দিয়েছেন নেতাজীর এবং যতীন্দ্রমোহনের। তার মতে মূল কংগ্রেস এখন সিপিএম-এর 'বি' টিম আর তৃণমূল হলো আসল কংগ্রেস যা সিপিএম তথা জ্যোতি বসুকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিম বাংলার রাহুমুক্তি ঘটাবে। জ্যোতি বসুকে ক্ষমতাচ্যুত করার জেহাদ মমতা দেবীর এই প্রথম নয়। ১৯৯২ সালে নভেম্বরে ব্রিগেডে যুব কংগ্রেসের সভায় তিনি জ্যোতি বসুর প্রথম মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন। আজ সিপিএম তার শক্তি ক্রমাগত বাড়ালেও মমতা ব্যানার্জীর রাজনৈতিক শক্তি সে জায়গায় আর নেই। তিনি জানান কংগ্রেস তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতন মানুষ জানে সে সময় তার কার্য্যপ্রণালী এমন জায়গায় গিয়েছিল, শুধু কংগ্রেস কেন যে কোন রাজনৈতিক দল থেকে তিনি বহিষ্কৃত হতেন। প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা হবার সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ধৈর্যের অভাব তার চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা। আবেগতাড়িত রাজনৈতিক ভাবনার সমর্থন সব সময় মেলে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাথে তৃণমূলের আসন সমঝোতা হওয়া সত্ত্বেও একটিবারের জন্য ভুলেও সে কথা বললেন না বিশেষ এক ভোট ব্যাঙ্কের জন্য। অথচ স্থানীয় বিজেপির নেতা ও কর্মীরা তার সভা সফল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এ ধরনের 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' কখনই পরিষ্কার রাজনীতি হতে পারে না। অথচ তিনি দাবী করেন কংগ্রেসের নোংরা রাজনীতি পরিষ্কার করতে যাবার অপরাধে দল তাকে বহিষ্কার করেছে। এ কথা সত্য জঙ্গীপুর লোকসভা আসনে লড়াই করার সাবস্ট্রাকচার এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নেই। তুলনামূলকভাবে এই আসনে পূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুবাদে বিজেপি কিছুটা এগিয়ে থাকলেও সমঝোতার জন্য তাদের প্রার্থী না থাকায় নীচু তলার কর্মীরা অসন্তুষ্ট। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়াই করতে হলে দু' দলের আন্তরিক সাহায্যের সমন্বয় দরকার। কারণ মমতা ব্যানার্জী যত শক্তিশালী নেত্রীই হোন না কেন, তিনি নেতাজী কিংবা যতীন্দ্রমোহন তো ননই, এমন কি বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অজয় মুখার্জী বা নেহেরু কন্যা ইন্দিরাও নন।

—মিস মার্গারেট হেল্স

তবে কেমন হত

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ মারফত এত বড় সুখবরটা জানা গেল। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছেন-১) এখন থেকে নির্বাচনে যে সব দল এবং ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁরা নির্বাচনে জয়ী হলে জনগণের জন্য কি করবেন তা (৩য় পৃষ্ঠায়)

তবে কেমন হ'ত (২য় পৃষ্ঠার পর)

এবং সেই প্রতিশ্রুতি পত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে
ট মেয়াদ শেষে কমিশনের তরফ থেকে যথাযথ অনুসন্ধান
না যায় জনগণকে দেয় প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়নি,
বিষয়ের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে এবং
মিশন ঐ জবাবদিহিতে সন্তুষ্ট না হলে ঐ মন্ত্রীকে ল্যাম্প
ধ গুলি করে মারা হবে এবং জনগণকে প্রদর্শন করবার
সময়ের জন্য রাখা হবে এবং ঐ দলকে আর কোনদিনই
তিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হবে না !

কোন নির্দল প্রার্থী অথবা দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে
তা করে যদি দেয় ভোটের পাঁচ শতাংশ ভোট না পান
প্রার্থীকে দেশের পক্ষে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে সর্বসমক্ষে
ওয়া হবে ইত্যাদি— ! যাক এতদিনে তাহলে বাঁচা গেল !
তদিন জনগণকে প্রতিশ্রুতির ধোঁকা দিয়ে বোকা
। বছরের পর বছর লুটেপুটে নেওয়ার বা খাওয়ার পরে
ন্য ভাববার বা কিছু করবার সময় কোথায় তাদের ! কিন্তু

প্রার্থী হতে গেলে দু'বার ভাবতে হ'বে জনগণের কথা,— তাঁরা তাঁকে ভোট দেবেন কিনা ! এবার আর রামায়ণ মহাভারতের মত 'ব্যালট পেপার' তৈরী হবে না, নির্বাচনে জটিলতা সৃষ্টি করতে বা নেহাত তামাশা করতে নির্বাচনে দাঁড়াবেন না কেহ !

নির্বাচন কমিশনের এমন ঘোষণার পর সব দল নড়ে চড়ে বসলেন, সর্বদলীয় বৈঠকে বসে সর্বসম্মতিক্রমে সিধান্ত নেওয়া হল তাঁরা সবাই কমিশনের এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। কারণ জনগণকে ধোঁকা দেওয়া তাঁদের অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। ঈশ্বর তাঁদের লুটে খাবার জন্য পাঠিয়েছেন। কেহ তাতে হস্তক্ষেপ করলে তাঁরা তা বরদাস্ত করবেন না। অতএব শ্লোগান—'নির্বাচন কমিশনের এমন আদেশ মানছি না— মানব না'। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হল বিশেষ 'অর্ডিনান্স' পাশ করানর জন্য! এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল—'জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানর যে নীতি চালু আছে তা কোনমতেই রদ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন, ন্যায়ালয় এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না' !

আসলে নেশাখোরের ভাবনা এসব ! উপরে বর্ণিত কোন ঘটনা নির্বাচন কমিশন করেননি—কিন্তু যদি করত তবে কেমন হ'ত—

নিশ্চয় সরকার 'অর্ডিনান্স' জারী করে তা রদ করতেন—নীতির কণ্ঠরোধ করতে 'অর্ডিনান্স' রূপী অস্ত্রটা তো মোক্ষম !

জঙ্গিপুরে মোট প্রার্থী ৫

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার ৮ জঙ্গিপুর লোকসভা নির্বাচনে মোট প্রার্থী ৫ জন, কংগ্রেস (ই) প্রার্থী আবু হাসেম খান চৌধুরী, সি পি আই (এম) প্রার্থী আবুল হাসনাৎ খান, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সেখ ফুরকান, মুসলীম লীগ প্রার্থী মোসারফ হোসেন ও একজন নির্দল প্রার্থী রাফিক সেখ এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলায় প্রায় ১৭৬৪৪ জন সরকারী ও বেসরকারী কর্মী এই নির্বাচন কাজ পরিচালনা করবেন। ৮ জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথ ১৩৮৫ — যা জেলার মধ্যে সর্বাধিক। জেলার মোট ৩৪,১৫,৩৪৪ জন ভোটারের মধ্যে ৮ জঙ্গিপুর কেন্দ্রেই ভোটার সবচেয়ে কম ১০,৭১,১৩৯।

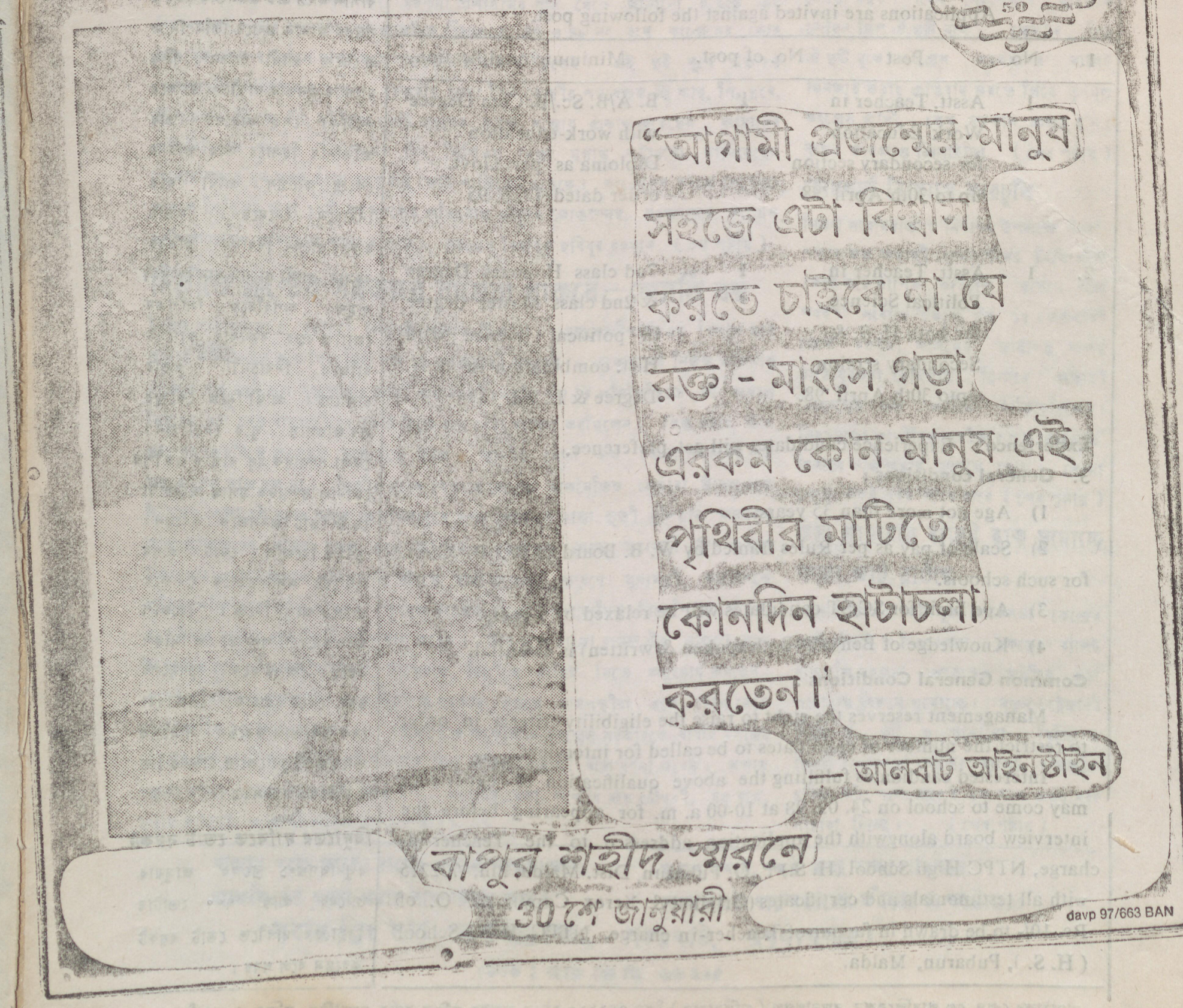

রাস্তার কাজ হচ্ছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়

রঘুনাথগঞ্জ : আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় বহরমপুর থেকে এখানে সরাসরি গাড়ীতে আসছেন বলে খবর। সেইমতো উমরপুর থেকে ম্যাকেঞ্জী ময়দান পর্যন্ত ভাঙ্গাচোরা রাস্তার মেরামতি কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দিনরাত ধরে চলছে। সঙ্গে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের দৈন্যদশাও যথাসম্ভব ঢাকা হচ্ছে।

ভোটারদের মুখোমুখি (১ম পৃষ্ঠার পর)

☐ প্রঃ মমতা কি বিজেপি'র সরকারকে লোকসভায় সমর্থন দেবে ? উঃ এটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ব্যাপার। আমরা এ ধরনের কথাই দলের হাই কমাণ্ডের কাছ থেকে শুনেছি। তবে সরকারে সমর্থনের ব্যাপারে মমতা আমাদের ধোঁয়ায় রেখেছেন। ☐ প্রঃ আপনাদের প্রচার কি একই মঞ্চ থেকে হবে ? উঃ রাজ্যে তো তাই হচ্ছে। সেজন্য আমাদেরও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না এ প্রসঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আমাদের কর্মীসভাতে এসেছেন ও আসবেনও। ☐ প্রঃ এবারে জঙ্গীপুর কেন্দ্রে কে জিতবে বলে মনে করছেন ? উঃ সম্ভাবনা বামেদেরই আছে। প্রতিবেদকদের চোখে ১) যাকে মূলধন করে প্রার্থীরা জিতবেন এবং ২) যে কারণে প্রার্থীরা হারবেন তার মূল্যায়ন সিপিআই (এম) ১) তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মজবুত সংগঠন এবং পরিকল্পিত রুটিনমাফিক প্রচারকার্য, তদুপরি অর্থের প্রয়োজনীয় জোগান। ২) বিভিন্ন কারণে যে কোন প্রকল্প সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও কেন্দ্রে সরকার গঠনের কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকা।

কংগ্রেস (ই) ১) দাদা গণিখান চৌধুরীর জনপ্রিয়তার কারণে মুসলিম ভোট অধিক পাওয়া ও পাঁচ বিধায়কের সংগৃহীত ভোট। ২) বাইরের প্রার্থী হওয়া ও তৃণমূল প্রার্থীর ভোট কাটা।

তৃণমূল ১) প্রার্থী মার্জিত পরিচ্ছন্ন তরুণ যুবক ও বিজেপির সমর্থন লাভ। ২) সংগঠনী শক্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল, আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন ও সঙ্গী হিসাবে কোন হেভিওয়েট স্থানীয় নেতা না থাকা।

NTPC High School (H. S.)

(Bengali Medium) Class—I to Class—XII

School Index No. 082-5-450

H. S. Code No. 11033

Applications are invited against the following post.

1.	No.	Post	No. of post.	Minimum qualification.
	1	Asstt. Teacher in Work-Education for secondary section up to 30th April '98	1	B. A/B. Sc./B. Com Degree with work-education Diploma as per Govt. order dated 12. 6. 95
2.	1	Asstt. Teacher in Political Science for both H. S. & Secondary section upto 30th April '98.	1	2nd class Honours Degree & 2nd class Master degree in political science with Hist. combination in B. A. Degree & B. Ed.

Experience : Experience candidates will get preference.

3. **General conditions :**

1) Age not more than 35 years.

2) Scale of pay as per Rules framed by W. B. Board & W. B. Govt. for such schools.

3) Age limit for SC/ST candidates will be relaxed by 5 years.

4) Knowledge of Bengali (Both spoken & written) is essential.

Common General Conditions :

Management reserves the right to raise the eligibility criteria in order to restrict the number of candidates to be called for interview.

Interested candidates fulfilling the above qualification & experience may come to school on 24. 02. 98 at 10-00 a. m. for appearing before the interview board alongwith the application addressed to the Teacher-in-charge, NTPC High School (H. S.) P. O. Pubarun, Dist. Malda, Pin. 732215 with all testimonials and certificates (Original & Xerox Copy), I. P. O. of Rs. 10/- to be drawn in favour of Teacher-in-charge, NTPC High School (H. S.), Pubarun, Malda.

সব দলই মরিয়া হয়ে নামল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভায়ের সমর্থনে ছাবঘাটি, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জনসভায় বক্তব্য রাখেন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের রঘুনাথপুরের বড়বাগান মাঠে এক জনসভায় বরকত সাহেব জানান এবারে তিনি নিজে এ কেন্দ্রে প্রার্থী হতেন। কিন্তু মালদার জনতার দাবীতে তা হয়ে ওঠেনি। সেই কারণেই তার প্রতিনিধি হিসাবে তার ভাই এ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে নেমেছেন। সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক হবিবুর রহমান, প্রার্থী হাসেম খান চৌধুরী প্রমুখ। অপরদিকে সিপিএম জ্যোতি বসুর বক্তব্যের ক্যাসেট বাজিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে। প্রার্থী নিজে কেন্দ্রের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জেলা সম্পাদক মধু বাগ ও জঙ্গীপুর জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ছোট ছোট জনসভাও করছেন। তৃণমূল বিজেপি জোট প্রথম পর্যায়ের অসংলগ্নতাকে দূর করে প্রচারে অংশ নিচ্ছে। বিজেপি পৃথকভাবে পথসভা ও মিছিল করছে। অপরদিকে তৃণমূলের ছড়া কেটে প্রচার ভোটাররা বেশ উপভোগ করছেন। সামগ্রিকভাবে জঙ্গীপুর কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের গন্ধ সর্বত্র।

বিদ্যুতের দাবিতে ভোট বয়কট

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার গ্রামের প্রায় ৭০০ ভোটার বিদ্যুতের দাবীতে ভোট বয়কট করছেন বলে খবর।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।